গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
(সাধারন শাখা)
www.sylhetdiv.gov.bd

বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (DCLWC) – এর ৩য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট।
স্থান : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এর সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ : ২২/০৮/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা: পরিশিষ্ট "ক"

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয় এবং উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে নিজ পরিচয় তুলে ধরতে অনুরোধ করা হয়। পরিচিতি পর্ব শেষে সভার সভাপতি সদস্য সচিবকে আলোচ্যসূচি অনুসারে সভার কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। আলোচনার শুরুতে সদস্য সচিব পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে শিশুশ্রমের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সভায় উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (DCLWC)-এর সভাপতি, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম বলেন, সরকার ঘোষিত ৩৮ টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের বিরত রাখতে হবে। রেস্টুরেন্ট মালিক সমিতি, ওয়ার্কশপ মালিক সমিতি ও অন্যান্য সেক্টরের মালিক সমিতিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যেন ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে কাজে না নেয়। সেক্টর ভিত্তিক কর্মরত শিশুর সংখ্যা বের করা এবং কিভাবে এ সকল ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে শিশুদের বিরত রাখা যায় এ সম্পর্কে তিনি পরামর্শ পদান করেন। কোনো সেক্টরে শিশুশ্রমিক চোখে পড়লে তা বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদকে অবহিত করার বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। ১৫ বছরের নিচে কোনো শিশুকে যেন মটর গ্যারেজে না রাখা হয় সে ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং তিনি এ বিষয়ে সিলেট জেলা মটর ওয়ার্কশপ মেকানিক ইউনিয়নের সভাপতির কাছ থেকে অঙ্গীকার আদায় করেন। তিনি যৌথ অভিযানের মাধ্যমে ফুটপাথ হতে ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ অপসারণের নির্দেশ দেন। সভাপতি সার্বিকভাবে শিশুশ্রম নিরসনে জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করে জনপ্রতিনিধি, সমাজকর্মী ও UNICEF এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচারণা চালানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন।তিনি শিশুশ্রম নিরসন ও শিশুশ্রমিকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির মাধ্যমে উপজেলা ভিত্তিক শিশুশ্রমিকদের তালিকা প্রণয়ন পূর্বক জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি কর্তৃক তা যাচাই-বাছাই করে উক্ত যাচাই-বাছাইকৃত শিশুশ্রমিকদের তালিকা UNICEF এর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণের নির্দেশ দেন। তিনি উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি ও জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন এবং কার্যকরভাবে শিশুশ্রম নিরসনে ভূমিকা রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং উক্ত দুটি কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ যথাসময়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ও বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (DCLWC),সিলেটকে অবহিত করার নির্দেশ দেন। বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের কমিটিকে কিভাবে আরও গতিশীল করা যায় সে সম্পর্কে তিনি কমিটির সদস্যবৃন্দের পরামর্শ আহবান করেন। তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে প্রদেয় অনুদানের খাত ও পরিমাণ সভায় সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য উপস্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারণা চালানোর পরামর্শ পদান করেন।	০১। বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের কমিটিকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করতে হবে। সেই সাথে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি এবং উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী বিভাগীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। ০২। ফুটপাথ হতে ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ অপসারণ করতে হবে। ০৩। উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির মাধ্যমে উপজেলা ভিত্তিক শিশুশ্রমিকের তালিকা প্রণয়ন পূর্বক জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি কর্তৃক তা যাচাই-বাছাই করে বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। ০৪। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে প্রদেয় অনুদানের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণার চালাতে হবে।	০১। উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি,বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়,সিলেট এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট ০২।সিটি কর্পোরেশন,সিলেট এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট। ০৩।উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি এবং জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি। ০৪। বিভাগীয় কমিটি, জেলা কমিটি বিভাগীয় তথ্য অফিস,সিলেট এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট।

চলমান পাতা-২

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
জনাব মো: আরিফুল ইসলাম, উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সিলেট, তাঁর বক্তব্যে শিশুশ্রম নিরসন কল্পে, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপ ও পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন এবং এই সংক্রান্ত বিষয়ে অধিদপ্তরের কৃত কার্যাবলি সম্পর্কে সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে অবহিত করেন। তিনি প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেয়াল লিখনের মাধ্যমে শিশুশ্রম বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিগত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওয়ার্কশপ মালিক সমিতির প্রতিনিধিদের বর্তমান সভায় উপস্থিত করা হয়েছে এবং শিশুশ্রম নিরসনে যথাযথ ভূমিকা রাখার বিষয়ে তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধকরার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পরিশেষে তিনি বিগত সভার সিদ্ধান্ত সকলকে পাঠ করে শোনান এবং সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।	০৫। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেয়াল লিখনের মাধ্যমে শিশুশ্রম বন্ধে প্রচারনা চালাতে হবে। ০৬। শিশুশ্রম সংক্রান্ত শ্রম আইন বাস্তবায়ন করতে হবে।	০৫। উপপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেট এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট। ০৬। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট।
বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (DCLWC)-এর সদস্য প্রতিনিধি, অতিরিক্ত ডিআইজি, পুলিশ, সিলেট রেঞ্জ, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম বলেন, শিশুশ্রম নিরসনকল্পে বাস্তবভিত্তিক প্রকল্প হাতে নিতে হবে। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে শিশুরা কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক, তবে তাদেরকে কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে দিতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, শিশুশ্রম নিরসনের জন্য পথ অন্বেষণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে , শিশুদের জন্য বিকল্প এভিনিউ তৈরি করতে হবে এবং মেধা বিকাশের জায়গা খুঁজে বের করে শিশুদেরকে শিক্ষামূলক কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। উন্নত দেশে শিশুদের জন্য তৈরি কার্টুন শিশুরাই তৈরি করে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, আমাদেরকে এসব বিষয়ে ভাবতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য সুযোগ সৃষ্টির জন্য কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে এবং বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি এই কমিটিকে কিভাবে আরও গতিশীল করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা দেন।	০৭। শিশুদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিভা বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।	০৭। জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সিলেট, ইউসেপ, ইউনিসেফ, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট।
জনাব মো: এমাদ উদ্দিন, সভাপতি, সিলেট জেলা মোটর ওয়ার্কশপ মেকানিক ইউনিয়ন, তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, তাঁদের সংগঠন বাংলাদেশ শ্রম আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি বলেন যে, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে সংগঠনের মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়ন করা হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, জনাব মিকাইল শিপার,সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহোদয়ের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সিলেট জেলা মটর ওয়ার্কশপ মেকানিক ইউনিয়ন ১৫ বছরের নীচে কোনো শিশুকে তাঁদের কোনো গ্যারেজে নিয়োগ না দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্তে গ্রহণ করেছে। তিনি বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।	০৮। মোটর ওয়ার্কশপ সেক্টরে শিশুশ্রম বন্ধে সার্বক্ষণিক নজরদারির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	০৮। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট এবং সিলেট জেলা মটর ওয়ার্কশপ মেকানিক ইউনিয়ন।

চলমান পাতা-৩

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
জনাব ফালাহ উদ্দিন আলী আহমেদ, পরিচালক, সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের দেয়া যাবে না তবে অভিভাবকদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সের শিশুদের হালকা ধরণের কাজে দেওয়া যেতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, কতিপয় লোক শিশুদেরকে ইচ্ছাকৃত ভাবে পঙ্গু করে ভিক্ষাবৃত্তির কাজে ব্যবহার করে। এ ব্যাপারে নজরদারি বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান এবং শিশুশ্রমিকদের জন্য শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর দাবি জানান। তিনি জন্মনিবন্ধন পদ্ধতি কার্যকর করার বিষয়ে সুপারিশ করেন।	০৯। শতভাগ জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করণে সংশ্লিষ্ট সকলের কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।	০৯। সিটি কর্পোরেশন, সিলেট ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ।
জনাব মো: আবুল খায়ের, চাইল্ড প্রটেকশন অফিসার, UNICEF,বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট তাঁর বক্তব্যের শুরুতে বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের সভায় UNICEF কে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ইউনিসেফ মূলত দুটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে থাকে। তিনি জানান সমাজ সেবা অধিদপ্তর ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিশুশ্রমিক সনাক্ত করে পর্যালোচনাপূর্বক উক্ত শিশুশ্রমিকের শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিমাসে দুই (০২) হাজার টাকা করে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় । ১৮ মাস পর্যন্ত এ সেবা প্রদান করা হয়। তিনি বলেন যে, অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে কোনো সীমারেখার উল্লেখ না থাকলেও বিদ্যালয়ে যাওয়ার শর্তে শিশুশ্রমিকদের এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এ সহায়তা প্রদান করা হয়। তিনি সভায় উল্লেখ করেন যে, এ পর্যন্ত চার হাজার পাঁচশত (৪৫০০) শিশুকে উক্ত সেবার আওতায় ছত্রিশ হাজার (৩৬,০০০/-) টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এককভাবে শিশুশ্রমিক সনাক্ত করা একটি কঠিন কাজ কিন্তু ফোরামের মাধ্যমে শিশুশ্রমিক সনাক্তকরণ ও সেবা দান অধিকতর সহজ উল্লেখ করে তিনি ফোরামের মাধ্যমে উক্ত কাজটি করার বিষয়ে জোরালো সুপারিশ করেন। তিনি সভায় তালিকা তৈরি করে এ সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব করেন এবং এ ব্যাপারে বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (DCLWC), সিলেট এর সহযোগিতা কামনা করেন।	১০।ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের শনাক্ত করে তালিকা প্রণয়নপূর্বক তাদের পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।	১০। বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি ও উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি।
জনাব ইসমাইল হোসেন, পরিচালক, স্বাস্থ্য, সিলেট তাঁর বক্তব্যের শুরুতে বলেন যে, অধিকাংশ অভিভাবকই ইপিআই কর্মসূচীর আওতায় টিকাদান কার্ড নিয়ে জন্ম নিবন্ধনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে যান না। তিনি উল্লেখ করেন যে, ই.পি.আই. এর প্রথম ডোজ ৯৭% শিশু গ্রহণ করে, তাই এ কার্যক্রমের সাথে জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রমের সমন্বয় প্রয়োজন। জন্ম নিবন্ধনের সুফল এবং বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি শিশুশ্রম বন্ধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাথে কাজ করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর যেসব ভূমিকা পালন করে তা জনসাধারণকে জানানোর জন্য এই বিষয়ে তিনি ব্যাপক প্রচারণা চালানোর অনুরোধ জানান।	১২। ইপিআই এর সাথে জন্মনিবন্ধন পদ্ধতির আরও কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১২। বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়, সিলেট এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহ ।

চলমান পাতা- ৪

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, সিলেট তাঁর বক্তব্যে শিশুশ্রম বন্ধে অভিভাকদের উদ্বুদ্ধকরণের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে মত প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে শিশুদের মাধ্যমে অভিভাকদেরদের সচেতন করা ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্পর্কে লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার আহ্বান জানান।	১৩।শিশুশ্রম বন্ধে ব্যাপক প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১৩। বিভাগীয় তথ্য অফিস ,সিলেট এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট ।

সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে সামাজিক নিরাপত্তার সকল কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ব্যাপক প্রচারণা চালানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একযোগে কাজ করার আহবান জানান। সেই সাথে শিশুশ্রম নিরসনে বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি ও উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির সভা নিয়মিত করণে এবং আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৮।০৯।১৭

(ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম)
বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট
এবং
সভাপতি
বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ
(DCLWC), সিলেট।
ফোন: ০৮২১-৮৪০০০২
ফ্যাক্স-০৮২১-৮৪০০২০
divcomsylhet@gmail.com

স্মারক নং: ০৫.৪৬.০০০০.০০৫.৫৬.০০৩.১৬.৭৪২/১(১৬)

তারিখঃ ২৫/০৯/ ২০১৭খ্রিঃ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ।
৯। মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ২৩-২৪, বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১০-১৩। জেলা প্রশাসক, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার।
১৪। শ্রম পরিচালক, শ্রম পরিদপ্তর, ৪ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
১৫। চেয়ারম্যান, এনসিসিডব্লিউই, ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।
১৬। সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, ১২২-১২৪, চেম্বার বিল্ডিং, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

১। কমিশনারের একান্ত সচিব, সিলেট বিভাগ, সিলেট (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২-৩। পিএ টু অতিরিক্ত কমিশনার (সার্বিক)/(রাজস্ব), সিলেট বিভাগ, সিলেট (অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৪/০৯/১৭

(মোঃ আরিফুল ইসলাম)
উপমহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
ও
সদস্য সচিব ,বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ
(DCLWC), সিলেট।